দৈনিক ইনকিলাব
04 APR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতিঝিল মডেল হাই স্কুলে মারাত্মক অব্যবস্থা

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ মহলের যোগসাজশে বিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষককে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে সরকার থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ১ লাখ ৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত আড়াই বছর বিদ্যালয়ে কোন কমিটি না থাকায় শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নিজের খেয়াল খুশীমত অর্থ ব্যয় করে চলেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। প্রকাশ, ১৯৮৪ সালের মে মাসে তিনি বিদ্যালয়ের মোট ১৬ জন শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। তন্মধ্যে ৩ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। আদালত উক্ত তিন জন শিক্ষককে নির্দোষ ঘোষণা করে। তথাপি আজ অবধি উক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বহাল রয়েছে। বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরিবিধির ১৩ ধারার ২ উপধারা মতে একজন সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষককে পোষণ ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে তার মূল বেতনের অর্ধেক ও অন্যান্য ভাতাদি দেয়ার বিধান

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

মডেল হাই স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। কিন্তু মতিঝিল মডেল স্কুলের ঐ ১৬ জন শিক্ষককে গত ২ বছর ১১ মাস যাবত সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রাখা হলেও তাদেরকে কোন প্রকার পোষণ ভাতাও দেয়া হচ্ছে না। তাদের চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়নি।

শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে বিচারের আবেদন করলে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক তার পত্র নং ১৮২৬ তাং ১৭-৬-৮৪ ইং অনুযায়ী এক নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু উক্ত আদেশকে অমান্য করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষকদের স্থলে অন্যায়ভাবে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষকগণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত পেশ করেন। দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালকের পত্র নং ৪০১১ তাং ৩১-৭-৮৪ ইং এবং মহাপরিচালকের স্মারক নং ৩১২২৬—ম তাং ২১-১০-৮৪ অনুযায়ী দুটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। দুটি তদন্ত রিপোর্টেই প্রধান শিক্ষককে অনতিবিলম্বে বরখাস্ত করে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত ১৬ জন শিক্ষককে চাকরিতে পুনর্বহাল করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া উক্ত তদন্ত রিপোর্টে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পূর্বের কর্মস্থলসমূহের মধ্যে এ.সি লাহ পাইলট হাই স্কুল খুলনা, খাসমহল লতিফ ইন্সটিটিউট মঠবাড়িয়া, বাকেরগঞ্জ ও নওয়াবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে থাকাকালীন সময়ে তার চরিত্রগত দোষ এবং টাকা আত্মসাতের বহু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখিত তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব তার পত্র নং শা-৫/১০ এম-৩/৮৬/২২৪-শিক্ষা তাং ২-৪-৮৬ ইং অনুযায়ী সকল বরখাস্তকৃত শিক্ষকগণকে বকেয়া বেতনসহ চাকরিতে পুনর্বহাল করার জন্য জেলা প্রশাসককে এক নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তৎকালীন এ,ডি,সি জেনারেল এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে কোন প্রকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

শিক্ষকগণের তৃতীয় দফা বিচারের দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক, উপ-পরিচালক এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মেমো নং শা-৪/৫-সি-৯/৮৫ (অংশ)/১০১৬ তারিখ ২৫-৯-৮৬ ইং অনুযায়ী একটি বিশেষ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে একটি প্রস্তাব পাঠায়। নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মেমো নং ১৯১(খ)/ ঢাকা/দক্ষিণ/৯৮২ তাং ২৮-৯-৮৬ ইং মোতাবেক ১১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ বছর মেয়াদী একটি বিশেষ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, উক্ত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের মাত্র ৮ দিন পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন সচিব এক অদৃশ্য কারণে উক্ত বিশেষ কমিটিকে স্থগিত করে প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাব অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট ৪ মাস মেয়াদী এডহক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। অন্যায়ভাবে এডহক কমিটি গঠনের প্রতিবাদে পূর্বাহ্নে গঠিত বিশেষ কমিটির সভাপতি তাঁর কমিটিকে বহাল রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা উপমন্ত্রী স্মারক নং ৫৬৪ তাং ১৪-৩-৮৭ অনুযায়ী শিক্ষা সচিবকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় বিষয়টি বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রীকে অবহিত করলে তিনিও আবেদনটি কার্যকর করার জন্য স্মারক নং ১০২৯ তাং ১-৪-৮৭ ইং অনুযায়ী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ প্রদান করেন।

রহস্য কোথায়

বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান কর্তৃক বিশেষ ধরনের কমিটি কার্যকর করার নির্দেশ প্রদানের ১০ দিনের মাথায় তিনিই এক অজ্ঞাত কারণে উক্ত নির্দেশ স্থগিত করে প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন এডহক কমিটি গঠনের একটি নতুন নির্দেশ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করেছেন।

বিগত প্রায় আড়াই বছর যাবত বিদ্যালয়ে কোন কমিটি না থাকলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের আদেশ অমান্য করে প্রায় ২০ জন শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। এদিকে আলোচ্য সময়ে বিদ্যালয়টি জুনিয়র স্কুল থাকা সত্ত্বেও হাই স্কুল হিসেবে মিথ্যে কাগজপত্র প্রদর্শন পূর্বক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজ নামে ৭৫০ টাকার স্কেলের পরিবর্তে ১১৫০ টাকার স্কেল গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ভুয়া শিক্ষকের নাম দিয়ে ৪০ জন শিক্ষকের নামে মেমো নং ৫৫৪৮/১০০০ তাং ১০-৪-৮৫ এবং মেমো নং ২০০৪০/৪-বেস তাং ৩১-৬-৮৭ ইং অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ ৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের নামে টাকা প্রদান বন্ধ করে দেন। এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হলেও অবৈধ টাকা গ্রহণের অপরাধে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।